খোয়াব খোরাক

তপনদেব ভট্টাচার্য

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা-৭০০ ০০৯

ভূমিকা

বিশ্বায়নের গিলোটিনে ছিন্নভিন্ন হতে চলেছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য। তন্নতন্ন করে খুঁজলে হয়তো পরিচ্ছন্ন পাঠকের সাক্ষাৎ মিলবে। কেননা বাঙালির জীবন ধারায় থাবা বসিয়েছে অর্বাচীন আধুনিকতা। তাই বিশ্বের দরবার থেকে বিতাড়িত হতে বসেছে আমাদের ঐতিহ্যমণ্ডিত বাংলা ভাষা। এই ভাষা নিছক বিশ্ব জয় করেই থেমে থাকেনি। সে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে ও নিরলস ভাবে নতুন একটি দেশ স্বাধীন হওয়ার অনুঘটকের ভূমিকা নিয়েছিল। সেই ঐতিহ্যকে বাঙালি আজ স্বেচ্ছায় নির্বাসন দিতে চলেছে। আজ আমরা নিজস্বতা হারিয়ে পশ্চিমী ভাবধারা গ্রহণের প্রতিযোগিতায় মশগুল। হালফিলের প্রবণতায় মুষ্টিমেয় সচেতন বাঙালির হৃদয় উত্তাল হয়ে উঠেছে। এই বুঝি বিশ্বায়নের ঝাপটায় তলিয়ে যাবে বেসামাল সাহিত্য-দিবাকর। হায় রে বাংলা সাহিত্য!

আক্ষেপ নয়, আশঙ্কা! আমরা অঙ্গিকারবদ্ধ। কিছুতেই বাঙলা ভাষাকে হারিয়ে যেতে দেবো না। একমাত্র সুধীজনের প্রচেষ্টায় আশঙ্কার অবসান সম্ভব। সাহিত্যই পারে পরিচিত পরিসরকে প্রসারিত করতে। মানুষের প্রক্ষোভ ও প্রবৃত্তিগুলোকে প্রত্যাশা-মতো নিয়ন্ত্রিত ও উত্তেজিত করতে পারে কেবলই বই। বই-এর কোনো বিকল্প নেই। নিছক তাগিদই মন মহলে উঁকি দেওয়া কিছু বিক্ষিপ্ত কল্পনা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে 'খোয়াব খোরাক'-তে। সৃষ্টি কৃষ্টির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে বিশ্লিষ্ট আকারে প্রকাশিত সন্নিবিষ্ট কাহিনিগুলো হয়তো পাঠক সমাজের নিস্তেজ খিদেটা বাড়িয়ে তুলবে। সেই সাহিত্য মনস্ক পাঠক দরবারের সমাদর সমালোচনা সাদরে গ্রহণের প্রতিশ্রুতি রইল।

বইমেলা, ২০০৮

তপনদেব ভট্টাচার্য

সূচিপত্র

কাফন	৯
উচ্ছৃঙ্খল	২০
এ. এস. আই. ব্যানার্জিবাবু	৩৪
দাফন	৩৯
ইমান	৪২
পরিণতি	৫৫
অজানা	৭০
মাজার	৭৬
সেদিন মধ্যাহ্নে	৮৬
একটি লাল জামার কাহিনি	৯৪

কাফন

—ভাই জাফর, ইবার ফসল ঘরত নিতে পারুম?

—তুর হাগামাইস্যা কথা শুইন্যা মনে হইতাছে—।

জহর জাফরকে কথা শেষ করতে না দিয়ে নরম স্বরে শুধাল, কি মনে হইতাছে?

—তুই তো কইতেই দিলি না।

—ক' ক'। মনের সুখেই ক'—।

—কমু?

—কইলাম তো, ক'।

—মনে হইতাছে, তুর পাছাত একটা ঝাইড়া নাত্থি মারি।

—ক্যান?

—তুই কেবল একই কথা কস। ভ্যাজর ভ্যাজর ভাল লাগে না।

হল্পল সময় পাইনসা কথা। পাইনসা কথা শুনলে শরীলের ব্যাবাক নক্ত টগবগাইয়া ফোটে।

—ঠিক আছে, তুরে আর পাইনসা কথা শুনত লাগতো না। তুর যখন লাথি মারোনের এতই হাউস, নে পোন্দের কাপড় তুললাম, লাথি মার। এই বলে জহর বসে বসে ধুতির কোছা খুলে নীচের কাপড় পিঠ পর্যন্ত তুলল। তা দেখে জাফর চোখ বুজে রইল। বলল, নাঃ! মিছামিছা মন্দ কামে নাভ নাই।

—জাফরঅ-, ও জাফর—। গরিব মাইনসের কিবা মন্দ, কিবা ভালো। ভালো মন্দ কারে কয় কুনু দিন তার স্বাদ পাইলাম না। সেই দ্যাশে যেমন ছিল, এই দ্যাশেও তাই। যার জনম—। বলেই থেমে গেল। আবার বলল, না থাক।

—জহর, তুরে একডা কথা শুধাম?

—শুধা।

—তুই কইলি, 'গরিব মাইনসের কোনডা মইন্দ, কোনডা ভালো', ওই কথাডা কি তুর পরাণের কথা? নিশ্চয়ই তুর পরাণের কথা না। ভালো মন্দ লাভ লোকসানের হিসাব ব্যাবাকেই করে। করেনা কেবল পাগোলে।

গতবছর জহরের মানসিক ভারসাম্য প্রায়ই হারিয়ে যাচ্ছিল। অঘ্রাণের অকাল বর্ষণে কৃষ্ণনগরের অধিকাংশ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছিল। বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চল। বানভাসি মানুষের সীমাহীন দুর্গতি। জমির ফসলের অবস্থা তথৈবচ। জহরের জমির ধান জমিতেই মিশে গিয়েছিল। একছিটা ধান সে ঘরে তুলতে পারেনি। প্রলয়ের প্রগাঢ় উত্তেজনায় প্রকম্পিত জহর বেসামাল। অনিশ্চিত চাষাবাদ চাষাকে কাঁদায়, চাষাকে হাসায়। অনিশ্চিত চাষাবাদের মতো জহরের জান এদিক ওদিক কখনো ভালুকা বাজার, কখনো ভালুকা বাসস্ট্যান্ড, আবার কখনো নবদ্বীপে উদ্‌ভ্রান্তের মতো দুশ্চিন্তার ভেলায় ভেসে ভেসে ঘুরে বেরিয়েছে। ফসল হানির সংকটে তার মানসিক উদ্বেগ আরো প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রখর হয়ে উঠেছে তার মানসিক ব্যাকুলতা। তাই তার সুরত পালটে গেছে। জহর মাঝে মধ্যেই মোল্লা পাড়ার সাহানারা আম্মার কথা বলে। সে সেখানেও যায়।

প্রায় ভারসাম্যহীন জহর। আচমকা প্রকৃতির ঝটকায় জহরের জান প্রলয়ের সম্মুখীন। তার সারা মুখের মলিনতা পরিবারে সাড়া ফেলে দিয়েছে। স্বামীর মনের অস্বাচ্ছন্দ্যের বিরতি ঘটাতে এবং এক ক্ষীণ প্রত্যাশায় প্রতিবেশীর পরামর্শে জাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল জহরের স্ত্রী। অসুস্থ স্বামীর সেবা-শুশ্রূষায় প্রতিটি স্ত্রী সর্বদাই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। সেরকম আহার নিদ্রা একেবারে ছেড়ে দিয়ে নানা দুশ্চিন্তায় প্রায় বিহ্বল ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে জহরের স্ত্রী। জহরের অপ্রকৃতিস্থ আচরণে জহরের স্ত্রীর অন্তরের কোষগুলি স্বামীর আরোগ্য কামনা করে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে। মহাচিন্তা আর মহাব্যস্ততার মধ্যে জাফরকে সে অনুরোধ জানাল, দয়া করে আপনার বন্ধুকে সাহানারা আম্মার কাছে নিয়ে যান।

মোল্লা পাড়ায় থাকেন সাহানারা আম্মা। তাঁর সঙ্গে জাফরের পরিজনের মতো পরিচয়। আম্মা বহু মানসিক রোগীকে সুস্থ করে তুলেছেন। রোগীদের ভাঙা মন চাঙ্গা করে দিয়েছেন তিনি। বহু পরেশানি খতম করেছেন। মগজকে মজবুত করেছেন। মগজের মামলা ফয়সালা করতে তাঁর মতো কাজি এই তল্লাটে দ্বিতীয় কেউ নেই। তাঁর কোনো অলৌকিক শক্তি নয়। তবে তাঁর ওস্তাদি কেবল মমতা আর বাৎসল্য। এভাবেই তিনি বেহাল মনের হাল ফেরান। মনের মলিনতা দূর করে মানসিক ভারসাম্য ফিরিয়ে আনেন। তাই জহরের স্ত্রীর অনুরোধে জাফর জহরকে সাহানারা আম্মার কাছে নিয়ে গেল।

জগতে জননীর স্নেহ নিঃস্বার্থ। বিমর্ষ বিমূঢ় অবস্থায় মায়ের মমতার বিকল্প নেই। সাহানারা আম্মার অনুমানের অনুভূতি তীক্ষ্ণ। জহরের পরিচয় তিনি আগে পেলেও সে খুব ঘনিষ্ঠ ছিল না। তবে জহরকে দেখলে আম্মার হৃদয় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। যেন জহর তাঁর অতি পরিজন। জহরকে দেখলে সাহানারা আম্মার জান জুড়িয়ে যায়। জহরকে আলিঙ্গন করতে চান, ক্রোড়ে বসাতে চান, হৃদয়ে লেপটে রাখতে চান। সেদিন জাফরের সঙ্গে জহরকে দেখে আম্মা আনন্দ ও আপশোশ দ্যাখালেন। ত্যাগ, তিতিক্ষা, সততা ও স্বচ্ছতার স্বার্থে আম্মা বহু কৃচ্ছ্রসাধনা করেছেন। কিন্তু আজ আম্মা কূলহারা আকুল জহরকে দেখে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গি থেকেও আশাতীত ভাবে আপন স্বরূপ তুলে ধরলেন। অমায়িক স্বভাবের জহরের নির্মল মুখে কে নীলিমা ঢেলে দিয়েছে। সেই মলিন মুখ দেখে নিশপিশ করছেন আম্মা। এর মধ্যে জাফরের মুখে জহরের পীড়িত অবস্থার কথা শুনে আম্মার দু'চোখ বেয়ে পানি নেমে এল। জহরের সংকট মোচনে আম্মা অত্যধিক ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আম্মার দুঃখের কথা জাফর তার আব্বার থেকে শুনেছে। কিন্তু কখনো সে আম্মাকে কাঁদতে দেখেনি। দুঃখে দুঃখে আম্মা পাথর হয়ে গেছেন। এখন আম্মার অশ্রু দেখে জাফরও বিচলিত হয়ে পড়ল। কিছুই বুঝতে দিল না সে। আম্মা পরম মমতায় জহরকে বাৎসল্য প্রদান করলেন। সমস্ত কষ্ট লাঘব হওয়ার আশ্বাস দিলেন। হিম্মৎ না হারাবার পরামর্শ দিলেন। আম্মার আশিসে জহর আগাগোড়া আগের মতো হয়ে উঠল। জহর ধীরে ধীরে মানসিক ভারসাম্য ফিরে পেল। আম্মার মেহেরবানিতে জহরের মনের বিকার বিকল হল। ভক্তি ভরে আম্মাকে প্রণাম করে জহর জাফরের সঙ্গে ফিরে এল।

দিশাহীন জহর দিশা ফিরে পেয়েছে। আম্মার সান্নিধ্যে সাময়িক সুস্থ হয়ে সে স্ত্রীর গয়না বন্ধক রেখে কামাল মিঞার থেকে দু'বিঘা জমি লিজ নিল। জমির আউশের নাড়াগুলো আতপের

তাপে বিবর্ণ, একেবারে আম্মার মতো ক্ষীণ দুর্বল নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। সেগুলো শির উঁচু করে ঊর্ধ্বমুখে আসমানের পানে পানি প্রার্থনা করছে। গ্রীষ্মের প্রখর তাপ, জমি ফুটিফাটা, জমির ঠোঁট ফাঁক হতে হতে হাঁ হয়ে পড়েছে। পানির জন্য প্রতিটি প্রাণ আর্জি জানাচ্ছে আসমানের কাছে। জহর জমির আর্জি, নাড়াগুলোর আর্জি নাকচ করে দিয়ে জমিতে মুনিস লাগাল। মুনিসগুলোকে দেখে এক ক্ষীণ আশায় নাড়াগুলোর নিস্তেজ মন সতেজ হয়ে উঠেছে। মুনিসগুলোর পদাঘাতে নাড়াগুলো, জমির ঠোঁটগুলো থেতলে গেলেও তারা ভীষণ কোলাহল শুরু করল। কিন্তু হানাদার মুনিসগুলোর ধারালো কাস্তের ঘায়ে নাড়াগুলো জমিতে লুটিয়ে পড়ল। হানাদারেরা বেমালুম হানাহানি চালিয়ে যাচ্ছে। একদিকে তপন তাপ, অপরদিকে হানাহানি। চারদিকে আর্তনাদ। এ এক নিদারুণ হাহাকার। এই তীব্র সংকটের মধ্যে লাঙলগুলোর ললাট তেতে উঠেছে। তারা লালায়িত, উত্তেজিত। হালের বলদগুলো দীর্ঘক্ষণ বিশ্রামের পর জমির ওপর প্রাণ খুলে দাপাদাপি করবে। তাই ভেবে তারা মহানন্দে মহোল্লাস ব্যক্ত করছে। কিন্তু জমির বুক দুরুদুরু করছে। এক্ষুনি লাঙলের বিশাল ফলাগুলো লাগামছাড়া লালসা মেটাতে আসবে।

নাড়াগুলো জড়ো করে তুলে ফেলা হল। তবে অসংখ্য নাড়া তখনো জমির ঠোঁটের ফাঁকে রয়ে গিয়েছে। এমন অস্বস্তির মধ্যে দাঙ্গাবাজদের কায়দায় লাঙলেরা অসুরের মতো অত্যাচার শুরু করল। এ জুলুম জমি আর সহ্য করতে পারছে না। সে যন্ত্রণায় কাতর। ছটফট করছে। অবশেষে আকুল হয়ে আল্লার কাছে সে আকুতি জানাচ্ছে, আল্লা, রক্ষা করো। আর পাত্তাছি না। সহ্য হইতাছে না। প্যাট ব্যথা করতাছে। বুক ফাইট্যা যাইতাছে। জিভ শুকাইয়া আইতাছে। হামারে বাঁচাও। হামারে অ্যাক ফোঁটা পানি দাও গো। হামারে অ্যাক ফোঁটা পানি দাও।

জমির আর্তনাদ অনন্ত আসমানে মিলিয়ে গেল। তার ব্যাকুল হৃদয় কেঁদে কেঁদে খুন হওয়ার জোগাড়। নিতান্ত নিরুপায় সে। তবুও দম বন্ধ করে অমিত আক্রোশে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছে, শালা শুয়ারের বাচ্চা। একা পাইয়া ইজ্জত নিতাছস। একবার উইঠ্যা দাঁড়াইতে পারলে বিচিতে কইষ্যা লাথি মারতাম। ইজ্জত নেওন ছুটাইয়া ছাড়তাম। শালা ঢ্যামনা।

সারাদিন লাঙল দেওয়ায় হালসহ প্রত্যেকে কাহিল হয়ে পড়েছে। তারা ঘেমে নেয়ে একশেষ, নেতিয়ে পড়েছে। একেবারে কাবু হয়ে গেছে। এমন সময় তিরের বেগে কোত্থেকে পানি এল। অসহায় জমির জান জুড়াল। আল্লাকে কৃতজ্ঞতা জানাল, আল্লা, তুমিই অগতির গতি। তুমি, তুমি তো নিরাশ করো না। তুমিই দীনের দয়াল। তুমিই যুগ যুগ ধইরা দুঃখী মাইনসের সেবা করতাছো। মুশকিল আসান করতাছো। তোমারে সেলাম জানাই। এখন আর বিষ্টি দিও না। চারাগুলা যখন আমার ব্যাবাক রস চুইস্যা চুইস্যা সাফ কইরা দিবো। রসরক্ত না পাইয়া আমার প্যাটের মইধ্যে ঢুসঢাস করবো, বারে বারে ধাক্কা দিবো, তখন তুমি ঝাইপ্যা ঝাইপ্যা বিষ্টি দিও। তবে মাঝে মাঝে শুকনাও দিও। তা না হইলে আমনের চারাগুলার মানে আমার মাইয়ার মেলা কষ্ট হইবো। টান ছাড়া তারা তাগড়াই হইতে পারবো না। আবার ওগো লগে কত্ত পোকা মাকড় আইবো, আগাছা হইবো, হগলডি এক লগে মিইল্যা হৈ হুল্লোড় করবো। তখন হামার মন আনন্দে নাইচ্যা উঠবো। এই নাফানাফি আবার জহরের সহ্য হইবো লা। হিংসুটে জহর বিষ

ছড়াইবো। নিড়ানি দিবো। এইভাবে হামাগে অসুবিধায় ফেলবো। বিষের সঙ্গে আরো কত কি দিবো। এইভাবে হামার ক্ষমতারে খতম কইরা দিবো। তুমি ওরে আটকাইও।

সমস্ত কাজ ঠিকঠাক ভাবে করায় জহরের এবার আশানুরূপ ফসল হয়েছে। জহর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছে, ফসল ঘরে তুলতে পারলে দুটো কাপড় কিনবে। একটা কাপড় দেবে পানশিলার মা কালীকে, অপরটি দেবে আম্মাকে। জহর ও জাফর পানশিলার কালীবাড়ির উলটোদিকে বসে রয়েছে। দুজন দুচোখ ভরে মাঠের ফসল দেখছে। তবে জহর এক অজানা আশঙ্কায় রয়েছে। এ এক আতঙ্কের প্রতীক্ষা। যদি এবছরও গতবছরের মতো হয়? তবে তো জাফরের কথা। মানে পাগল হইতে হইবা। সেইহেতু জহর উঠে দাঁড়িয়ে কালীবাড়ির দিকে মুখ করে জগৎমাতাকে নমস্কার করল। জাফর তা দেখে উঠে দাঁড়িয়ে জহরের কাঁধে হাত রেখে নরমভাবে বলল, ডাক, পরাণ ভইর‍্যা আল্লারে ডাক। হামি কইয়্যা দিলাম, মেহনত মিছা যায় লা। আল্লা বেইমান লা। গরিব মাইনসের সে ছাড়া উপায় নাই।

—থো তো, তোর আল্লা। হালা! আল্লা ক' আর ঈশ্বর ক' ব্যাবাকেই বেইমান, ব্যাটায় হারামজাদা। বজ্জাত। ক্যাবল ধনী মাইনসের গোলামী করে। না হইলে মায়ের মমতা—। বলেই জহর চুপ করে গেল। ভাবছে, ভালো মন্দের হিসেব-নিকেশ করে না কেবল পাগলেই। জাফরই ঠিক।

জাফর জহরের কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে প্রতিবাদ করল, দ্যাখ, অমন মন্দ কথা কক্ষুনু কওন লাগতো লা।

—ক' কি কমু। মাথায় কিচ্ছু আহে না ছাই। হালারে গাইল দিলেও মনের পাইনসা ভাব মেডে না। ফি' বছর এক কানি ধান ঘরত তুলতে পারলাম না। জহর চমকে গিয়ে বলল। বলার মধ্যে বেশ বিচলিত ভাব। জহর যেন অনেক কিছু বলতে চায়। কিন্তু কোথায় যেন বলতে গিয়ে হোঁচট খাচ্ছে।

—জহর, মিছামিছি গাইল দিস লা। ভুইল্যা যাইতাছস, তুই আইজ আল্লার দয়ায় ঠিক আছস।

—দ্যাখ, আল্লা-ফল্লা কোনো কামের না। কেবল আম্মা! আম্মাই হামারে ঠিক করছে। বিথা বিথা আল্লারে ছারটিফিকেট দিয়া কুনু লাভ নাই। ইবছর যে ধান হইছে সেডা কি আল্লার দান?

—তুই ঠিকই কইছস। মাইনসের ওপর বড়ো শক্তি কিচ্ছু লাই।

—তুই ক', ফসল ভালো হইলো লাঙল দেওনের ফলে।

—তুরে তো কইছিলাম, পাওয়ার টিলারে জমির সুখ হয় লা। আরে হালা, জমি হইল মাগি মাইনসের অধম। মাগি চায় নাঙলের চোদন। ওই চোদন না খাইলে মাগির জুত হয় লা। ইবছর নাঙল দিয়া হান্দাইয়া দিছস। মাগি আরাম পাইছে। তুরেও সুখী করছে। দ্যাখ দ্যাখ, গোছা গোছা শিষ। শিষের ভারে আর দাঁড়াইতে পারতাছে লা। কেমন ডাগোর-ডোগোর। যেন্ পোয়াতি মাগি।

—ঠিকই কইছস, পাওয়ার ট্রিলারে জমির সুখ হয় না।

—তুর মালিক কামাল মিয়ারে দ্যাখছস? মিয়ায় পারে লা। তাই সেই ব্যাটার ছানা পোনাও

কিচ্ছু হয় লাই। হালায় চক্ষু বুজলে দাফনে-মাটি দেওনের কেউ লাই। আর শুনবি, ব্যাটার বিবির কথা?

—ক'। জহর সোৎসাহে বলল।

জাফর ইতস্তত করছে। জহরকে স্বজাতির কেচ্ছা জানানো সঠিক হবে? না, বলেই ফেলল, কামাল মিয়ার বিবির বড়ো রস। মোল্লা পাড়ার মদ্দাগুলার লগে থাইক্যা থাইক্যা ফুচুর-ফাচুর করে। কচি কচি পোলা গো মাডা চিবায়। মাগি কেমন হলহল করে। মাগি চায় নম্বা নম্বা বাড়ার চোদন, হে একডা বদের ধারি। জমিনও হেডাই চায়। তাই কইতাছি পাউডার টিলার কাম হয় লা।

—ঠিকই কইছস। পাওয়ার ট্রিলার দিসিলাম বইল্যা চারাগুলা জমির ভিতর হান্দাইতে পারে নাই। তাই হালাগুলা তড়তড়াই বাড়তেও পারে নাই। ইবছর ব্যাশ ভালোই হইছে। যদি?

—থো তো, যদির কথা নদীতে।

নদী শুনে জহর স্তম্ভিত হয়ে পড়ল। জহরকে নিস্তেজ দেখে জাফরও অস্থির হয়ে উঠল। সে অত্যুৎসাহে জহরকে জিগ্যেস করল, কিরে, নদীর কথা শুইন্যা তুই চুপ মাইরা গেলি ক্যান?

জহরের স্থির হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। নদীই জহরদের জমি খেয়ে নিয়েছে। সে হতাশ হয়ে বলল, শুনবি, নদীর কথা?

—ক'।

—শোন। নদী হইল সর্বনাশী। হামাগো সর্বনাশ কইরা ছাড়ছে। হামরা ছিলাম মেঘনার পাড়ে। মাগির এত্তো খিদা, এত্তো খিদা। কিছুতেই প্যাট ভরে না। খাইতে খাইতে হামাগো ভিটা মাটি ছাড়া কইরা ছাড়লো। কী নোলা রে মাগির। এত্তো খায়, এত্তো খায়। কিছুতেই মাগির প্যাট খারাপও হয় না।

—জমিন তো মেঘনায় খাইলো। তুরা কুত্থাই ঠাঁই নিলি?

—এক মোছলমানের বাড়িত আচ্ছয় লইলাম।

—এই দেশে আইলি ক্যান?

—আরে কইস না। মোছলমানডায় ইমানদার ছিল। কিন্তু বিগড়াইলো তোগো এখানে যখন বাবরি মসজিদ ভাঙলো তখন। তাছাড়া—। বলেই থেমে গেল জহর।

—কি বিগড়াইলো?

—মসজিদ ভাঙলে চারিদিকে দাঙ্গা বাঁধল। চারিদিকে আগুন জ্বলল। হালা, কাটাগো কি দাপটরে ভাই। কাটাগো চোখেও তখন দাউ দাউ কইরা আগুন জ্বলতাছে। ঢাকায় আগুন, ফরিদপুরে আগুন, হগ্গল জায়গায় আগুন। যেই মোছলমানডায় হামাগো থাকতে দিছিল, সেই ব্যাটায় বেইক্যা বইলো। বেগতিক দেইখ্যা জান লইয়া ইন্ডিয়ায় পলায়া আইলাম। তাছাড়া—বলেই জহর থেমে গেল।

জহর একাধিকবাব 'কাটা', 'কাটা' বলায় জাফর জ্বলে উঠল, দ্যাখ জহর, হগ্গল হময় কাটা কাটা কোবি লা কিন্তু। কাটারা কি মাইনসের মইধ্যে পড়ে লা?

বেফাঁস মন্তব্যের জন্য জহর বিপাকে পড়েছে। সে বিচলিত হয়ে উঠেছে জাফরের